৮-এর পৃষ্ঠার পর

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কিছু টয়লেট ও টিউবওয়েল স্থাপনের ফলে এ ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

১৪। বর্তমান সরকার স্কুলকে আকর্ষণীয় করার জন্য এবং ঝরে পড়া রোধ করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ১৯৯২ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে প্রথম পর্যায়ে দেশের ৬৮টি থানায় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হচ্ছে ৬-১০ বৎসর বয়সের সকল শিশুকে ক্রমান্বয়ে স্কুলের আওতায় নিয়ে আসা। এ ছাড়া পল্লী এলাকায় ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের বেতন মওকুফ করা হয়েছে। স্বল্প ব্যয়ে শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি 'উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' চালু করা হয়েছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে যারা দেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, তারাও শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবেন।

১৫। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন একটি সুকঠিন কাজ। দেশের সম্পদের সীমাবদ্ধতা, শিক্ষার সুফল সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ব্যাপক অসচেতনতা, তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষার সুফল লাভের অনিশ্চয়তা ইত্যাদি কারণে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন অত্যন্ত দুরূহ। এ দুরূহ কাজে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। সকলের সহযোগিতা লাভের জন্য ওয়ার্ড, থানা ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়েছে। এ ছাড়াও সম্পৃক্ত করা হয়েছে বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষক অভিভাবক কমিটিগুলোকে। আমরা আশা করব দেশের স্বার্থে বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত কমিটিগুলো নিষ্ঠার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে ব্রতী হবে।

সবার জন্য শিক্ষা

১৬। বর্তমানে দেশে বিভিন্ন বয়সের নিরক্ষরের সংখ্যা প্রায় আট কোটি। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা না হলে আগামী ২০০০ সাল নাগাদ নিরক্ষরের সংখ্যা প্রায় এগারো কোটিতে দাঁড়াবে। ১৯৯০ সালের মার্চ মাসে থাইল্যাণ্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক বিশ্ব সম্মেলনে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচীর সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২০০০ সাল নাগাদ সকলের জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই বিশ্ব ঘোষণার সাথে বাংলাদেশও একাত্মতা প্রকাশ করেছে এবং বাংলাদেশ ইতিমধ্যে তার গৃহীত কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য "ন্যাশনাল প্লান অব একশন" এর প্রথম খসড়া প্রস্তুত করেছে। কর্মসূচীটি বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি 'জাতীয় কমিটি' এবং শিক্ষা সচিবের নেতৃত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইউনেস্কোর সহযোগিতায় চারটি Theme Paper-এর উপর কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতির জন্য চারজন বিশেষজ্ঞকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার বর্তমান ৭৭ ভাগ থেকে ১৯৫৫ সালে ৮৫ ভাগে এবং ২০০০ সাল নাগাদ ৯৫ ভাগে উন্নীত করা হবে। ঝরে পড়ার হার বর্তমান ৬৫ ভাগ থেকে কমিয়ে ১৯৯৫ সালে ৫৫ ভাগ এবং ২০০০ সাল নাগাদ ৪০ ভাগে নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হবে। সমাপ্তিকরণ (Completion) হার বর্তমান ৩৫% থেকে বাড়িয়ে ২০০০ সাল নাগাদ ৬০% করা হবে।

বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মাধ্যমে যদি আমরা এই ১ কোটি ১০ লক্ষ শিশুকে ধরে রাখতে পারি তবে ২০০০ সাল নাগাদ এরা সকলেই ১৪-১৮ বয়সের শিক্ষিত যুবক হয়ে আত্ম প্রকাশ করবে। অপরদিকে ১১-১৪ বছরের বালক বালিকাদের সংখ্যা বর্তমানে ১ কোটি ২০ লক্ষ। আজ যাদের বয়স ১১-১৪ বছর, ২০০০ সাল নাগাদ তাদের বয়স হবে ১৯-২২ বছর। এই সকল ছেলে মেয়েকে আনুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ধরে রাখার জন্য এবং ১৫-৩৫ বছর বয়সের ৪ কোটি ৬৮ লক্ষ যুবকের জীবনভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ধরে রাখার জন্য 'সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম' প্রকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে ৪৯৭৮ কোটি টাকা ব্যয় হবে এবং প্রাথমিক অবস্থায় ৬৪টি জেলায় এর কার্যক্রম পরিচালিত হবে। পরবর্তী পর্যায়ে সারা দেশব্যাপী উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পটিতে বেসরকারী সংস্থার দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিয়োগেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া, সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৫ সালের মধ্যে প্রতি দুই কিলোমিটারে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। স্কুল ম্যাপিং এর মাধ্যমে Unschooled এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। চার হাজার Low cost এবং দুই শত Satellite স্কুল সহ আরো প্রায় ২২ হাজার শ্রেণী কক্ষ নির্মাণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। টিউবওয়েল স্থাপনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহসহ সেনিটারী ব্যবস্থা উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ ৫৩টি প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-এর সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ছাত্রীদের অধিকহারে স্কুলে আনার জন্যে স্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইউনিসেফের সহায়তায় প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীকে সময়োপযোগী করে পরিবর্তন করা হচ্ছে। PTI বা প্রাইমারী টিচার্স এসোসিয়েশন এবং SMC বা স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে সজীব করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সকল বয়সের ছেলেমেয়ে এবং যুবকদের জন্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা, বিশেষ কর্মসূচী ও বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লিখিত অবস্থার প্রেক্ষিতে আশা করা যায় যে ২০০০ সাল নাগাদ সকলের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

২১। এছাড়া, সরকার প্রাথমিক ও গণশিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং ২০০০ সাল নাগাদ সকলের জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "প্রাথমিক ও গণশিক্ষা" নামে নতুন একটি বিভাগ খুলেছেন। একজন অতিরিক্ত সচিবকে ইতিমধ্যে উক্ত বিভাগের দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়েছে। "প্রাথমিক ও গণশিক্ষা" বিভাগটি সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে থাকবে। নতুন বিভাগটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভাগের সংখ্যা দাঁড়ালো তিনটি। প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভিজ্ঞ কর্মকর্তা ও কর্মচারী উক্ত বিভাগে থাকবেন এবং "বাধ্যতামূলক প্রাথমিক কর্মসূচীসহ প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত যাবতীয় কর্মসূচী এবং "সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম" উক্ত বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। এর ফলে দেশ ও জাতি অধিক উপকৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস '১৯৯২
সুন্দর হোক, সফল হোক

অগ্রণী ব্যাংক জনতা ব্যাংক
সোনালী ব্যাংক

(ক) ৮৭৮০-৭/৯

২০০০ সালের মধ্যে
সবার জন্য শিক্ষা

অধিক নিরক্ষর সন্তান নয়
চাই দু'টি শিক্ষিত সন্তান

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
আই,ই,এম, ইউনিট

(ক) ১৬২৭০-৭/৯

নানা প্রকার রাসায়নিক ও পারমানবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বৃক্ষ নিধন, অতিরিক্ত জ্বালানী কাঠ ব্যবহার, যানবাহনের কালোধূঁয়া ও কলকারখানার বর্জ্য ও কালোধূঁয়া তৈল শোধনাগার ও তেলকূপ সমূহে অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি কারণে

ভূমণ্ডল উত্তপ্ত হচ্ছে
ফলে

ঘন ঘন বন্যা,খরা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, সাইক্লোন, টর্ণেডো, জলোচ্ছ্বাস সহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও তার তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে

বৃক্ষ বাতাসকে সজীব রাখে, তাপ শোষণ করে, মাটির ক্ষয় রোধ করে, প্রয়োজনীয় প্রাণী ও পতঙ্গকূলকে আশ্রয় দান করে, মানুষের জন্যও একাধারে খাদ্য ও আবাসগৃহ উপহার দেয়

এবং

পৃথিবীকে শীতল রাখে

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জন্য গাছ অপরিহার্য

অধিকহারে গাছ লাগান।। পরিবেশকে রক্ষা করুন

পরিবেশ আমাদেরকে রক্ষা করবে।

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ও বন-মন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

DFP (G) 16271-7/9

২০০০ সালের মধ্যে
সবার জন্য শিক্ষা

ডায়রিয়া, টাইফয়েড, জন্ডিস ইত্যাদি রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য খাবার পানি ফুটিয়ে পান করুন

এইডস প্রতিরোধে ধর্মীয় অনুশাসন ও জীবন ব্যবস্থা মেনে চলুন

ধূমপান মানে বিষপান

আপনার শিশুকে টিকা দিন

শিক্ষা ও সুন্দর-সুস্থ দেহে গড়ে উঠুক আজ ও আগামী দিনের নাগরিক

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(ক) ১৬২৭২-৭/৯